রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ৩১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৫, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৮১—৩৮৭
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৭৯—৯৯৮
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৪৩—১০৬১
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা -১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ বৈশাখ, ১৪২৮/১১ মে, ২০২১

নং **০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৪.২০২০-৭২**—যেহেতু জনাব নাজিয়া শিরিন (পরিচিতি নম্বর-৬৮৭৪), প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, নীলফামারী বর্তমানে পরিচালক, বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ঢাকা জেলা প্রশাসক, নীলফামারী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়নে উত্তর খড়িবাড়ী মৌজায় তিস্তা নদীর উপর সৃজিত বালু মহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক দাখিলকৃত চেক ব্যাংকে জমা না দিয়ে ইজারা বাবদ সমুদয় অর্থ পাওয়া গেছে মর্মে উল্লেখ করে ইজারা গ্রহীতার সাথে চুক্তি সম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৪.২০২০ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ১৩-০৮-২০২০খ্রি. তারিখের ১৪৭ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে তাঁকে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম নাজিয়া শিরিন ১০-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ০৭-১০-২০২০খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত তাঁর মৌখিক বক্তব্য ও লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ০৮-০৩-২০২১খ্রি. তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে বেগম নাজিয়া শিরিন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু একই বিধিমালায় বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী আনীত 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন;

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

সেহেতু, জনাব নাজিয়া শিরিন (পরিচিতি নম্বর-৬৮৭৪), প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, নীলফামারী বর্তমানে পরিচালক, বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় তাঁকে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুসারে '২(দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/৩০ মে ২০২১

নং **০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.২৭২.২০-৩৮৮**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) জনাব শামস্-ই-আরা বিনতে হুদা (৫৪১৪) করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়ে গত ১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখ রবিবার সকাল ৬:৪৫ মি. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি..... রাজিউন)।

০২। জনাব শামস্-ই-আরা বিনতে হুদা (৫৪১৪) ২০ অক্টোবর ১৯৬৩ তারিখে রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৯ তারিখে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সরকারের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

০৩। জনাব শামস্-ই-আরা বিনতে হুদা (৫৪১৪) তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এক কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব শামস্-ই-আরা বিনতে হুদা (৫৪১৪) এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮/০৩ জুন, ২০২১

নং **০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৭.১৮.১৬৪**—যেহেতু, জনাব মো: আসিফুর রহমান (পরিচিতি নম্বর : ১৬৫০৫), উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ এর ৯২ ধারা মোতাবেক লা-ওয়ারিশ হিসেবে মিস কেস নং ১৮/xiii/(৯২)বি/৮৩-৮৪ মূলে 'খাস' হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ও পরবর্তীকালে ০৫/xiii/৮৩-৮৪ মিস কেসমূলে বিভিন্ন ব্যক্তিকে মাসিক ভাড়ায় লিজ প্রদানকৃত সম্পত্তি ৪৪/খ/ xiii/১৪৩/১৪-১৫ নং মিসকেসে তৎকালীন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, আলমডাঙ্গা পৌর ভূমি অফিস, আলমডাঙ্গা ও সার্ভেয়ার, উপজেলা ভূমি অফিস, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গার প্রতিবেদন ও মতামত উপেক্ষা করে জনাব রামরতন জালানের নামে রেকর্ড সংশোধন করে সরকারি স্বার্থের ও সম্পদের ক্ষতিসাধন করার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভাগীয় মামলা রুজুর বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" এবং "দুর্নীতি" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০৬-০১-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৭.১৮.১৬ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয় পক্ষের বক্তব্য, তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনান্তে উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধিমতে তদন্তের জন্য জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন (১৫৫২২), উপসচিব (কল্যাণ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মো: আসিফুর রহমান (১৬৫০৫)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের মধ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় ও প্রমাণিত অপরাধের গুরুত্ব ইত্যাদি সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে জনাব মো: আসিফুর রহমান (১৬৫০৫)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে ৪(৩) বিধি মোতাবেক চাকরি হতে

বরখাস্ত বা বিধিতে বর্ণিত অন্য কোন গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে মোতাবেক শৃঙ্খলা-২ শাখার ০৪-১১-২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮১.২৭. ০০৭. ১৮.৪২১ নং স্মারকের মাধমে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়; এবং

০৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন এবং উক্ত জবাব সদয় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) বিধি অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্ত বা বিধিতে বর্ণিত অন্য কোন গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং একই বিধিমালার ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর ৬নং প্রবিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-কে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় জনাব মো: আসিফুর রহমান (১৬৫০৫)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ক) বিধি মোতাবেক "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" সূচক গুরুদন্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন; এবং

০৬। যেহেতু, জনাব মো: আসিফুর রহমান (১৬৫০৫)-এর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিধায় Rules of Business এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের Rules-7 এবং Schedule-IV এর ক্রমিক ১৭ অনুযায়ী এ বিভাগীয় মামলায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে ৪(৩)(ক) বিধি মোতাবেক "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" সূচক গুরুদন্ড আরোপের নিমিত্তে ৪(৬) বিধি মোতাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন/সম্মতি প্রদান করেন।

০৭। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে জনাব মো: আসিফুর রহমান (১৬৫০৫)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ক) বিধি মোতাবেক "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদন্ড প্রদান করা হলো। জনাব মো: আসিফুর রহমান (১৬৫০৫)-এর বর্তমান বেতন গ্রেড-৬ (বেতন স্কেল: ৩৫৫০০/—৬৭০১০/-; মূল বেতন: ৪৫৩৩০/-)। তাকে "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদন্ড প্রদান করায় তার বেতন নির্ধারিত হবে গ্রেড-৭ এ (বেতন স্কেল: ২৯০০০/—৬৩৪১০/- মূল বেতন ৪৫০৪০/-)। উক্ত গুরুদন্ড আরোপিত হওয়ার পর থেকে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/২৭ মে ২০২১

নং **০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০৪.১০-৯৪**—সরকার আইন ও বিচার বিভাগের অধীন বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অফিস সময়সূচি ও সাপ্তাহিক ছুটি নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করেছেন:

প্রশিক্ষণ চলাকালীন	সকাল ০৮:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত (বেলা ০১:০০ ঘটিকা হতে ০১:৩০) ঘটিকা পর্যন্ত নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি); বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি।
প্রশিক্ষণ না থাকাকালীন	সকাল ০৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ০৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত (বেলা ০১:০০ ঘটিকা হতে ০১:৩০) ঘটিকা পর্যন্ত নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি); শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

অফিস আদেশ

তারিখ : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/৩১ মে ২০২১

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৬.১৯-১৫৯**—যেহেতু, জনাব শিরাজী তারিকুল ইসলাম, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (গ) অনুযায়ী "পলায়ন" এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ০১-০৭-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৬.১৯-১৯০ নম্বর স্মারকে ০৫/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়।

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেননি এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব তারিক হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত "পলায়ন" এর অভিযোগটির স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে মর্মে ০১-১২-২০১৯ তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরবর্তীতে, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ এর উপবিধি ৯ মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়।

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং লিখিত জবাবের সপক্ষে

কাগজপত্র ও প্রমাণাদি দাখিল করেন। বিভাগীয় মামলাটি পুন:তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত ২১-০৩-২০১৬ হতে ৩০-০১-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অসুস্থ থাকার বিষয়টি প্রমাণিত বলে উল্লেখ করেছেন এবং ডাক্তারী সনদপত্র পরীক্ষান্তে তার পলায়নের বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। বর্তমানে তিনি দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজ করতে শারীরিকভাবে সক্ষম মর্মে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ফলে তার ২১-০৩-২০১৬ হতে ৩০-০১-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতির সময়কে মেডিকেল ছুটি এবং প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি প্রদান করা যেতে পারে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করেন।

৪। সেহেতু, জনাব শিরাজী তারিকুল ইসলাম, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর নথি, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে একমত পোষণ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব শিরাজী তারিকুল ইসলাম' কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (গ) অনুযায়ী "পলায়ন" এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৫/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, তার অনুপস্থিতকালীন সময় ২১-০৩-২০১৬ হতে ৩০-০১-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ জুন ২০২১

নং **১২.০০.০০০০.০৫৫.২৭.০০৩.২১-১৬৬**—যেহেতু আপনি বিসিএস কৃষি ক্যাডারভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাজেদুল ইসলাম (পরিচিতি নং-২০৪২), অতিরিক্ত উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, নীলফামারী (প্রাক্তন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, নীলফামারী সদর, নীলফামারী) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৩(খ), ৩(ঘ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গত ০৩ মার্চ ২০২১ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৫৫.২৭.০০৩.২১-৬৫ সংখ্যক স্মারকে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০৫/২০২১) রুজুকরতঃ অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানো নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে তার লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করলে গত ৩০ মে ২০২১ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব এবং মৌখিক বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকতা-কে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ মাজেদুল ইসলাম (পরিচিতি নং-২০৪২), অতিরিক্ত উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, নীলফামারী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৩(খ), ৩(ঘ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০৫/২০২১) হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মেসবাহুল ইসলাম
সিনিয়র সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/০২ জুন ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৩২১**—চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার মামলা নং-০৬, তারিখ:-০৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৩২২**—কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানার মামলা নং-০৬, তারিখ:-০৮-১১-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(অ)(ই)(উ)/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৩২৩**—নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানার মামলা নং-২৩, তারিখ:-২২-০৫-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৩২৪**—খুলনা জেলার সদর থানার মামলা নং-১০, তারিখ:-০৩-০৫-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৩২৫**—খুলনা জেলার সদর থানার মামলা নং-১৩, তারিখ:-১২-১২-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৭/৮/৯(৩)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৩২৬**—লালমনিরহাট জেলার কালিগঞ্জ থানার মামলা নং-৩৩, তারিখ:-৩১-১০-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)/৭/৮/৯/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৩২৭**—ঢাকা জেলার যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং-৯৯(০৯)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৭/৮/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৩২৮**—ঢাকা জেলার দক্ষিণখান থানার মামলা নং-১৯(০৬)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(অ)(আ)(ই)(ঈ)/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৩২৯**—ঢাকা জেলার সবুজবাগ থানার মামলা নং-১২(১০)২০১৭-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(৩)/৭/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৩৩০**—ঢাকা জেলার দারুস সালাম থানার মামলা নং-২৩(০৪)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(উ)/৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ : ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/০৬ জুন ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৩৫৭**—ঢাকা জেলার বিমানবন্দর থানার মামলা নং-২১(০৩)২০১৭-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(অ)(আ)(ই)(ঈ)/৮/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৩৫৮**—ঢাকা জেলার ভাটারা থানার মামলা নং-৫৬(১০)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৩৫৯**—ঢাকা জেলার শাহআলী থানার মামলা নং-১৮(১২)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৩৬০**—ঢাকা জেলার যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং-১২২(০৭)২০১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬/৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলে

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৩৬২**—ঢাকা জেলার উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-২৫(১১)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(উ)/৮/৯(৩)/১০ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৩৬৩**—রংপুর জেলার কোতোয়ালী থানার মামলা নং-৫০, তারিখ:- ২৭-০৫-২০১৯ খ্রি:-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২) এর (ই)(ঈ)/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৩৬৪**—কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ মডেল থানার মামলা নং-৫৬, তারিখ:-২৪-০৮-২০১৬ খ্রি:-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৩৬৫**—সিলেট জেলার শাহপরাণ (রাঃ) থানার মামলা নং-১৬, তারিখ:-২১-১২-২০১৮ খ্রি:-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ই)(ঈ)/৮/৯(১) (২)/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৩৬৭**—নাটোর জেলার সদর থানার মামলা নং-২৪, তারিখ:-১৪-০১-২০১৭-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(উ)/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৯২.১৫.১৬৮.২১-৩২১—পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলাধীন 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব উচ্চ বিদ্যালয়'টি ০৮ জুলাই, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ/২৪ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে সরকারিকরণ করা হলো।

০২। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কোনো শিক্ষক অন্যত্র বদলি হতে পারবেন না।

০৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
কারিগরি-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৩ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৭.০০.০০০০.০৫৩.৯৯.০০৫.২১-১৭০—সরকার এসএসসি (ভোক)/দাখিল (ভোক) শিক্ষাক্রমে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ-বিদেশে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষাক্রমকে মানসম্মত ও দ্বৈত সনদায়ন উপযোগী করিবার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারি ৬৪ টিএসসিতে চলমান ট্রেডসমূহ এবং ১০০ টিএসসি প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত ট্রেডসমূহ নিম্নোক্তভাবে পুনর্বিন্যাসপূর্বক ১০টি কমন ট্রেডে পুনর্বিন্যাস করিলেন:

ক্রমিক	ট্রেডের বিবরণ
০১.	জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস (General Electrical Works)
০২.	ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন (Welding and Fabrications)
০৩.	রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশন (Refrigeration and Air Conditioning)
০৪.	প্লামবিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং (Plumbing and Pipe Fitting)
০৫.	জেনারেল ইলেকট্রনিক্স (General Electronics)
০৬.	অটোমোবাইল অ্যান্ড অটো ইলেকট্রিক বেসিক্স (Automobile and Auto Electric Basics)
০৭.	সিভিল কন্সট্রাক্টশন অ্যান্ড সেফটি (Civil Construction and Safety)
০৮.	মেশিন অপারেশন বেসিক্স (Machine Operation Basics)
০৯.	অ্যাপারাল ম্যানুফ্যাকচারিং বেসিক্স (Apparel Manufacturing Basics)
১০.	আইটি সাপোর্ট অ্যান্ড আইওটি বেসিক্স (IT Support and IoT Basics)

২। ফার্ম মেশিনারী, পোলট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং এবং ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং ট্রেডসমূহ প্রস্তাবিত ১০টি ট্রেডের অতিরিক্ত হিসেবে সরকারি ৬৪ টিএসসিতে চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে চালু থাকিবে।

অনুসরণীয় কার্যক্রমঃ

০১. ট্রেডসমূহের জন্য নতুনভাবে NTVQF দক্ষতা অর্জন উপযোগী পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে;

০২. সরকারি টিএসসিসমূহের এসএসসি (ভোক) এর জন্য NTVQF Level-3 শিক্ষাক্রম ও নম্বর নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

০৩. বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এসএসসি (ভোক) এবং দাখিল (ভোক) এর জন্য NTVQF Level-2 অর্জন উপযোগী বিষয় ও নম্বর নির্ধারণ করিতে হইবে;

০৪. জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অনুসরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাইজার মোহাম্মদ ফারাবী
উপসচিব।